মহারাজ সুনীল

বুদ্ধদেব গুহ

সুনীলের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা বেশিদিনের নয়। এই ঘনিষ্ঠতা কোনোদিন অন্তরঙ্গতায় পৌঁছতেও পারে, আবার নাও পারে। কারণ আমার অন্তর অনঙ্গ। এবং আমাদের মধ্যে মিল যেমন অনেক, অমিলও কম নেই।

আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় দপ্তরের ঘরে সুনীলের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন রমাপদ চৌধুরী। তখন নীললোহিতের লেখা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। কবি হিসেবেও তখন সুনীল প্রতিষ্ঠিত। আমি তখন সবে একটি-দুটি জঙ্গলের লেখা লিখেছি এবং সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রীতিতে ভুগছি। সুনীলের 'আত্মপ্রকাশ' বোধহয় তখনও প্রকাশিত হয়নি। আত্মপ্রকাশ শুধু নতুনত্বর জন্যেই নয়, ভাষার ঋজুতার জন্যেই নয়, সুনীল একটি বিশেষ প্রজন্মকে প্রচণ্ড স্পর্ধা এবং অশ্রুতপূর্ব আওয়াজের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছিল বলেই তার বিশেষত্বে কোনোই সন্দেহ নেই। আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সুনীল আত্মপ্রকাশ করেছিল ইংরিজিতে যাকে আমরা বলি : উইথ আ ব্যাঙ্গ।

আজকাল অনেক লেখকই সাহসী লেখা লেখেন তার মধ্যে নবীন এবং প্রবীণরাও আছেন, কিন্তু আত্মপ্রকাশের মধ্যে সুনীল যেভাবে বাঙালি ভণ্ডামির গভীর শিকড়কে ছিঁড়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকতার সঙ্গে এক নতুন যুব জগতকে সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছিল তাতে চমকে না উঠে পারিনি। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সমরেশদার সাড়াজাগানো বিবরও আত্মপ্রকাশের অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও বিবর এবং আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সাহিত্য।

আমার মত এই যে, আত্মপ্রকাশ সাম্প্রতিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে এবং এই কথাটি এ পর্যন্ত কাউকে সোচ্চারে বলতে শুনিনি বলে দুঃখবোধ করি। অনেক আধুনিক লেখকই সুনীলের আনা এই ধারাটিরই অনুসরণ করছেন। পরোক্ষে আমি নিজেও যে সুনীলের লেখার দ্বারা সামান্য প্রভাবিত হইনি, এমনও বলব না। ওর ভাষা, ওর বক্তব্য সব কিছুরই মধ্যে এমন এক আপাত-সাধারণ অসাধারণত্ব আছে যে, ওর সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়ন বোধ হয় এখনও হয়নি। জনপ্রিয়তা ও হয়ত খুবই পেয়েছে, কিন্তু জনপ্রিয়তাই লেখকের একমাত্র কাম্য নয়। সুখের বিষয় এই যে, সুনীল সে কথাটা ভাল করেই জানে।

কবি সুনীল আমার অন্যতম প্রিয় কবি। ছোট গল্পকার হিসেবেও সুনীল আমার কাছে বিস্ময়কর। যদিও ওর সব ছোটগল্প যে আমার ভাল লাগে তা নয়। সব উপন্যাসও ভাল লাগে, এমন বলব না। কিন্তু পৃথিবীর মহত্তম সাহিত্যিকের সব কটি লেখাই কি সকলের ভাল লাগে? সেটা কোনো কথাই নয়।

প্রায় বছর বাইশ-তেইশ আগে রবাহুত হয়ে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় কবি সম্মেলন অথবা মিলন-সন্ধ্যা এইরকম একটি অনুষ্ঠানে গেছিলাম। আমি কাউকেই চিনতাম না, আমাকেও কেউ চিনতেন না। আমাকে চেনবার মত কোনো পরিচয় তখনও ছিলো না, এখনও নেই। সেটা অবান্তর। কিন্তু যেটা প্রাসঙ্গিক তা হলো একজন তাগড়া প্রাণবন্ত যুবককে 'মহারাজ মনে পড়ে না' কবিতাটি আবৃত্তি করতে দেখা ও সে আবৃত্তি শোনার অভিজ্ঞতা। সেই সভাতেই জেনেছিলাম যে যুবকের নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীলের সঙ্গে ভারতীয় কিংবদন্তির মহারাজদের একটা সাযুজ্য সেদিন আমার অবচেতন মনে বিদ্ধ হয়ে গেছিল। তাই ওর সঙ্গে আলাপিত হবার পর মাঝে মধ্যেই ওকে মহারাজ বলে ডেকেছি। এখনও ডাকি।

'মুক্তধারা' অভিনয়ের মহরতে এবং সুনীলদের 'বুধসন্ধ্যা'র সাপ্তাহিক আড্ডাতে সুনীলকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। বুধসন্ধ্যার আমিও একজন সাধারণ সদস্য। কৃত্তিবাস, কফি হাউস, খালাসিটোলা অথবা

ধলভূমগড় এসবের কোনো একটিও আড্ডার বৃত্তের মধ্যে কখনওই আমি ছিলাম না। ওর জীবনেই ছিলাম না। জীবনের অনেকখানি পথ ভিন্ন পথে, ভিন্ন আবর্তে চলে ও আবর্তিত হয়ে যৌবনের শেষে এসে দেখা হয় আমাদের। তাই, আমার দেখা সুপারফিসিয়ালও হয়ত।

সুনীলের মধ্যে এক নিরুচ্চারিত বহিঃপ্রকাশহীন নেতৃত্বর কৃতিত্ব লক্ষ্য করেছি। সুনীল যেখানেই থাকে, তার চারপাশের পরিমণ্ডলে (ওর) নৈর্ব্যক্তিক অথচ প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছাই-চাপা আগুনেরই মত জ্বলে। এইটেও ওর মস্ত গুণ। ও নেতাগিরি করে না, গলা চড়িয়ে নিজের নেতৃত্ব অন্যের উপরে চাপায়ও না, কিন্তু তবুও অনেকেই ওকে নেতা বলে সানন্দে স্বীকার করে। ভবিষ্যতে ও যদি কোনোদিন রাজনৈতিক নেতাও হয়ে ওঠে, তাতেও আমি অন্তত আশ্চর্য হবো না। ও অবশ্য বলে যে, ও 'দেশ'-এর কাজ করেই সুখী, দেশের কাজে উৎসাহ নেই।

সুনীলকে কখনও কারোর নিন্দে করতে শুনিনি আমি। ওর সম্বন্ধে সকলেই এই কথা বলেন। ন্যায়-অন্যায় বোধ ও সততা বাঁচিয়ে রেখে প্রত্যেক মানুষকেই একাসনে বসানো উচিত বা আদৌ যায় কী না সে প্রশ্ন এখানে অবাস্তব। এ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মত সুনীলের সঙ্গে না মিললেও, আমি বলব নিন্দাই এবং নিন্দনীয় জেনেও কোনো বিষয় বা ব্যক্তির নিন্দা না করা নিশ্চয়ই খুব বড় গুণ। এই গুণ কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। সকলেই যে সুনীলকে ভালোবাসেন, এই অবিসংবাদী সত্যটা সুনীলের চরিত্রের কয়েকটি গভীর গুণের কথাই প্রমাণিত করে।

সুনীলের মত আড্ডাবাজ, প্রায় অলৌকিক জীবনীশক্তিসম্পন্ন, সর্বদা গুণগ্রাহী পরিবেষ্টিত এমন মানুষ আমি বড় একটা দেখিনি। এত আড্ডা মারার পরও ওর প্রত্যেককে 'হ্যাঁ' বলার ক্ষমতা অসীম। আমার মনে হয় না যে, কোনো প্রকাশক, সম্পাদক, পরিচিত, অপরিচিত পুরুষ এবং নারী ওর কাছে আজ অবধি কিছু চেয়ে উত্তরে না পেয়েছেন! বন্ধু, বান্ধবী এবং শত্রুদেরও কখনও ফেরায় না ও। যদিও ও অজাতশত্রু। ওর চরিত্রের নম্রতার কারণেই বোধ হয় ও কাউকে ফেরাতে দুঃখ পায়।

একদিন এক অগ্রজ সাহিত্যিকের লেখা সম্বন্ধে সুনীলকে বলেছিলাম, "ওঁর মত যদি লিখতে পারতাম।" সুনীল হেসে বলেছিল, তুমি ওঁর মত লিখতে যাবে কোন্ দুঃখে? তুমি তোমার মতই লিখবে। কারো লেখাই কি অন্য কারো লেখার মত? তা হওয়াও তো উচিত নয়।

কথাটি শুনে খুব ভাল লেগেছিল। লাখ কথার এক কথা।